কৃষ্ণদাস কবিরাজের

চৈতন্যচরিতামৃত

[আদি-লীলা ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

মূল পাঠ, গদ্যানুবাদ, অন্বয়, তাৎপর্য-বিশ্লেষণ,
বিস্তারিত ব্যাখ্যা-টীকা সহ সাধারণ আলোচনা।

।। সম্পাদনা ।।

ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়

রীডার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জগন্নাথ কিশোর মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, মহাত্মা গান্ধী মহাবিদ্যালয়
লালপুর, পুরুলিয়া।

ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
টি-৩১/বি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত (সম্পাদিত)
রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ (সম্পাদিত)
কাছে এলে ভালোবাসলে কি! (কবিতার বই)

।। ভূমিকা ।।

শ্রীচৈতন্যদেবের মর্ত্যভূমিতে আগমণ সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। তবে সকলকে একথাই স্বীকার করতে হয়েছে যে বঙ্গভূমির এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে আবির্ভূত হতে হয়েছিল। নৈরাজ্য থেকে মানুষকে উদ্ধার করে এমন একটা উর্দ্ধতন সত্তা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করতে, যে সত্তা চৈতন্যটি তার মধ্যে আছে, অথচ সে তাকে অনুভব করতে পারছে না। অনেকটা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই বাণীকে প্রমাণ করতে—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানামধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

চৈতন্যদেবের স্বরূপটিও বিশেষ পর্যালোচনার ক্ষেত্র। বৈষ্ণবাচার্য্যরা স্বীকার করেন—'শ্রীচৈতন্য' শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার মিলিতরূপ। রাধার প্রেমের গভীরতাই বা কি রকম, আর শ্রীকৃষ্ণের যে হ্লাদিনী শক্তি তার শক্তি কতটুকু এই সমস্ত জানার জন্যই স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'শ্রীচৈতন্য' তত্ত্বটি তাই বৈষ্ণবদর্শনে গুঢ়তম তত্ত্ব।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যলীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, শ্রীরাধা তত্ত্ব, গৌরী তত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব প্রভৃতির বিশ্লেষণ থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণব আলংকারিকদের যে রসতত্ত্বের নবীন বিশ্লেষণ তারও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাই চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচ্যবিষয় ব্যাপক এবং তার আলোচনার শৈলীও দুর্গম।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় চৈতন্যচরিতামৃতের সমস্ত গম্ভীর বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে স্বচ্ছ ভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে সাধারণ পাঠকের দিকে দৃষ্টি রেখে সেগুলির আলোচনা করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত যেভাবে রসতত্ত্ব এবং ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করেছেন—সেই ভাবটি এবং সেই শৈলীটি তিনি—বৈষ্ণবাচার্য্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা ভক্তিরসকেই মুখ্যরস বলে স্বীকার করেছেন এবং পঞ্চমুখ্যরতি এবং সপ্তগৌণীরতি বিশ্লেষণে অনেক পরিশ্রম ব্যয় করেছেন। বৈষ্ণব আলংকারিকদের এই মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেমন চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে প্রবেশ অবশ্য করণীয়, তেমনি চৈতন্যচরিতামৃতের রসতত্ত্বের বিভিন্ন দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থে প্রবেশ করা একান্ত আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

ভারতীয় দর্শন—ন্যায়শাস্ত্রকে প্রদীপ বলে বর্ণনা করে বলে থাকেন—ন্যায় দর্শন হচ্ছে "প্রদীপঃসর্বশাস্ত্রাণাম্"। এই উক্তি অনুসরণ করে আমিও বলি—শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের এই আলোচনা গ্রন্থ "প্রদীপঃ চৈতন্যচরিতামৃতস্য"— অর্থাৎ প্রদীপ যেমন সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করে—তেমনি এই গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের সমস্ত তত্ত্বকে উদ্ভাসিত করে সহৃদয় সামাজিকের কাছে তাদের রূপটিকে প্রকটিত করে দেবে।

আমি শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব সাহিত্যের সমালোচনার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সানন্দে বরণ করি।

(রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়)
২২.০১.২০০৭

"মাতৃমন্দির"
১২৫/১ সন্তোষপুর এভেন্যু
কোলকাতা-৭০০০৭৫